গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ডিসেম্বর/২০২১ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২৭-০১-২০২২
সভার সময়	সকাল-১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন ভিডিও সিস্টেম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

সভাপতি উপস্থিত সকলকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ডিসেম্বর/২০২১ মাসের অনলাইন সমন্বয় সভায় স্বাগত জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সভা শুরু করেন। সভাপতি বলেন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে যোগদানের পর এটি তার প্রথম সমন্বয় সভা। তিনি বলেন যে, সমন্বয় সভার মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্য থাকে, যার একটি হচ্ছে আন্তঃ মন্ত্রণালয় ও আন্তঃ সংস্থার বিষয়গুলো পর্যালোচনা এবং অপরটি হচ্ছে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির সাথে নিবিড় সম্পর্ক রিভিজিট করা। তাই সমন্বয় সভাটি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে খোলামেলাভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নত রাষ্ট্রের দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকলে সম্মিলিতভাবে ও দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করবে-এ প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভাপতি অদ্যকার সভার কার্যক্রম শুরুর জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৮-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর/২০২১ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৮-১২-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কোন অনিষ্পন্ন বিষয় নেই। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কয়লা পিডিবি'কে সরবরাহ	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ কতদিন যাবত কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) এ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/ কোম্পানির যে বিষয়গুলোর সাথে বিদ্যুৎ বিভাগের dispute রয়েছে সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে সংগ্রহ	অপারেশন অনুবিভাগ সকল শাখা/অধিশাখা/ বাজেট অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	বাবদ বিলের বিপরীতে বিলম্ব মাশুল হয়েছিলো ১০৯ কোটি টাকা। বিষয়টি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে অডিট আপত্তি হয়েছে। তাই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ এর সমন্বয়ে বিষয়টি সমাধান করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে যে বিষয়গুলো নিয়ে dispute রয়েছে সেগুলো এক সপ্তাহের মধ্যে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে সংগ্রহপূর্বক টকিং পয়েন্টস তৈরি করে একটি সভা আয়োজন করা যেতে পারে। dispute সমূহের বিষয়ে একটি ওয়ার্কিং পেপার তৈরি করে দুই বিভাগের সমন্বয়ে একটি সভা আহ্বানের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, ছয় মাসে এলএনজি ক্রয় বাবদ কি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হবে সে সংক্রান্ত একটি হিসাব ইতোমধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এলএনজি ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দ চেয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ হতে এ পর্যন্ত ১ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি হিসেবে পাওয়া গেছে। পরিচালক (অর্থ), পেট্রোবাংলা জানান যে, গত ১৩ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে এলএনজি ক্রয় বাবদ ৩২,২১৯ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ চেয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি ফলোআপ রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	করে ওয়ার্কিং পেপার তৈরিপূর্বক দুই বিভাগ ও সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন করতে হবে। (গ) এলএনজি ক্রয় বাবদ ভর্তুকির জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তির প্রস্তাবের বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে।	
৩.২	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর চলমান পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ	(ক) এলএনজি মার্জিন, আইওসি গ্যাস ও এনবিআর এর পাওনা টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রশাসন/ অপারেশন অনুবিভাগ/ বাজেট/ প্রশাসন-১ অধিশাখা ও

	অব্যাহত রয়েছে। এটি মূলতঃ বৃহৎ করদাতা ইউনিটের পাওনা, যা নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে। এটি পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সুদ আরোপ হবে বিধায় এটি নিয়মিত পরিশোধ করতে হয়। অপরদিকে, এনবিআর এর পূর্বের একটি বকেয়া পাওনা রয়েছে, যা অদ্যাবধি নিষ্পত্তি হয়নি। প্রাইসিং ফর্মোলায় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এলএনজি আমদানি বাবদ ইমপোর্ট ডিউটি আপাততঃ পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থ বিভাগ হতে ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ পেলে তা পরিশোধের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) বলেন যে, বিইআরসির প্রাইসিং ফর্মোলায় আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট/ট্যাক্স বাবদ অর্থ না থাকায় পূর্বের ৫,০৯১ কোটি টাকা বকেয়া রয়ে গেছে। এ টাকাটি অর্থ বিভাগের নিকট ভর্তুকি বাবদ চাহিত অংকে অন্তর্ভুক্ত করা আছে। চলমান কার্গো আমদানির ক্ষেত্রে ইমপোর্ট পর্যায়ে ভ্যাট কিভাবে পরিশোধ করা হচ্ছে সে বিষয়ে সভাপতি জানতে চান। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অর্থ) জানান যে, এ খাতে কোন বরাদ্দ না থাকায় আপাততঃ পেট্রোবাংলার ফান্ড হতে অর্থ দিয়ে কার্গো ছাড় করতে হচ্ছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি বলেন যে, বিপিসির আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে যে ভ্যাট/ট্যাক্স রয়েছে তা প্রাইসিং ফর্মুলায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেহেতু বিপিসি নিজস্বভাবে এ প্রাইসিং ফর্মুলা করে থাকে। অপরদিকে, বিইআরসি'তে বিশেষজ্ঞ জনবল থাকা স্বত্তেও এলএনজি আমদানির প্রাইসিং ফর্মুলায় কেন তারা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে না সেটি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এলপিজি'র মূল্য নির্ধারণ	(খ) পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনা write-off করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে জারিকৃত পত্র দ্রুত সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের এনডোর্স করে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (গ) খসড়া আয়কর আইনের ওপর দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনে মতামত সংগ্রহ করে সাপ্লিমেন্টারি মতামত প্রেরণ করতে হবে। (ঘ) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির Asset re-valuation কার্যক্রমের বিষয়টি স্ব-স্ব বোর্ড সভায় নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	বিইআরসি করে থাকে। প্রাইসিং ফর্মূলায় তারা একটি অংশ বাদ দিয়েছে। এতে সমস্যা তৈরি হওয়ায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের মাধ্যমে বিইআরসি'কে ইতোমধ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। ট্যাক্সের নিয়ম অনুযায়ী এটি হতে মওকুফ পাওয়া যাবে না, যার ফলশ্রুতিতে সংস্থার জন্য একটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাই বিইআরসি'কে দ্রুততম সময়ে প্রাইসিং ফর্মুলা সংশোধনের জন্য অনুরোধ করতে হবে। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, নতুন প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো ভর্তুকির প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসির অতীতের সকল দেনা-পাওনার write-off সংক্রান্ত পত্রসমূহ সংগ্রহ করে আনুষ্ঠানিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। সভাপতি পত্রসমূহ দ্রুত সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্টদের এনডোর্স করে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, খসড়া আয়কর আইনের ওপর গত ০২-১২-২০২১ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, আয়কর আইনে বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানিসমূহের স্বার্থ অনেকাংশে জড়িত। তাই সংস্থা/কোম্পানি পর্যায়ে পর্যালোচনা করে মতামত প্রেরণ করা হয়েছে কিনা এ বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য সভাপতি নথিটি দেখতে চান। যদি সংস্থা/কোম্পানি পর্যায়ে বিষয়টি পর্যালোচনা না করা হয়ে থাকে তবে দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি মতামত প্রেরণ করতে হবে।			

	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার খসড়া পেট্রোবাংলা পর্যায়ে প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটি আগামী ৩১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পেট্রোবাংলার পরিচালনা পর্ষদ সভায় উপস্থাপিত হবে। পেট্রোবাংলা পরিচালনা পর্ষদে অনুমোদন করে খসড়া নীতিমালাটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, সকল সংস্থা/ কোম্পানির Asset re-valuation করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, সংস্থা/কোম্পানির নিজের সম্পত্তি দেখভাল করার দায়িত্ব তাদের নিজের। তাই বিষয়টি নিয়মিতভাবে সংস্থা/কোম্পানির বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং বেদখলে থাকা সম্পত্তি দ্রুততম সময়ে দখলে নিতে হবে।		
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের বৃপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদনটি গত ১২-০৪-২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি বিষয়টি নিয়মিত ফলোআপ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	কারিগরি কমিটি কর্তৃক বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কাযর্ক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত প্রেরিত প্রতিবেদনটির বিষয়ে মন্ত্রিসভা কমিটি হতে সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩ শাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	চেয়ারম্যান, বিপিসি বলেন যে, ড্যাশবোর্ডে বিপিসি অংশের তথ্যাদি নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে। ড্যাশবোর্ডটি Upgrade করার জন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, পেট্রোবাংলা ও বিপিসি কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। হাইড্রোকার্বন ইউনিট সুপার এডমিন হিসেবে কাজটি সমন্বয় করে থাকে। ড্যাশবোর্ডটি Upgrade করার জন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, পেট্রোবাংলা হতে ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, যেহেতু ড্যাশবোর্ডটির স্টেকহোল্ডার হচ্ছে বিপিসি ও পেট্রোবাংলা তাই তাদের নিকট এটি সন্তোষজনক হলে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগও সন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করা ও ফলোআপ রাখার জন্য সভাপতি হাইড্রেকার্বন ইউনিটকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	ড্যাশবোর্ডের তথ্যাদি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা
৩.৫	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিঃ (জেজিটিডিএসএল) জানান যে, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর সাথে জেজিটিডিএসএল এর Gas Sales Agreement হয় ২০০৩ সালে এবং তা কার্যকর হয় ২০০৬ সালে। চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ২০ বছর, সে অনুযায়ী আগামী ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তির সময়সীমা রয়েছে। বিইআরসির নির্ধারিত মুল্যে জেজিটিডিএসএল লাফার্জের নিকট গ্যাস বিল করে আসছিলো। ২০১৫ সালে বিইআরসি'র যে ট্যারিফ ছিলো সেটা সিলিং প্রাইস অতিক্রম	মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে টাকা পরিশোধ না করলে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ জেজিটিডিএসএল/

	করে। সিলিং প্রাইস অতিক্রম করার পর লাফার্জ সিমেন্টে বর্ধিত বিল পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায়। জেজিটিডিএসএল হতে লাফার্জকে ৬০ দিনের মধ্যে বিইআরসি নির্ধারিত হারে বিল পরিশোধের জন্য পত্র দেয়া হয়। বিল পরিশোধ না করলে গ্যাস লাইন বিচ্ছিন্ন করা হবে মর্মে লাফার্জকে নোটিশে জানানো হয়। এ প্রেক্ষিতে লাফার্জ আপীল মামলা করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মামলার সর্বশেষ তথ্য সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, জেজিটিডিএসএল এর সাথে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর ট্যারিফ মামলার বিষয়ে অ্যাপীলেট ডিভিশন হতে গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে রায়ের সার্টিফাইড কপি পাওয়া যায়। সার্টিফাইড কপি পাওয়ার পর অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায় অনুযায়ী জেজিটিডিএসএল-এর অনুকূলে BERC নির্ধারিত হারে গ্যাস বিল পরিশোধ এবং বকেয়া গ্যাস বিল ৯০,২৫,০৭,৪২৩/- (নব্বই কোটি পচিঁশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) টাকা হতে ১০.০০ কোটি টাকা চলতি বিলের সাথে পরিশোধ এবং অবশিষ্ট ৮০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকার মধ্যে প্রতি ৩ মাস অন্তর ১০.০০ কোটি টাকা করে পরিশোধের জন্য গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ৩০.০০ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। বর্তমানে মামলাটি মহামান্য আপিল বিভাগের ফুল বেঞ্চে শুনানীর জন্য অপেক্ষামান আছে। অপরদিকে, জেজিটিডিএসএল ও লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর মধ্যে গ্যাস ট্যারিফ বিষয়ে চলমান			

	International Arbitration মামলায় লাফার্জ জেজিটিডিএসএল বরাবর Arbitration Notice প্রেরণ করায় এবং Arbitrator নিয়োগ করায় জেজিটিডিএসএল কর্তৃক প্রথমে ঢাকাস্থ আইনী প্রতিষ্ঠানে ALLIANCE LAWS এর পার্টনার ব্যারিষ্টার মঈন গণিকে স্থানীয় কাউন্সেল আইনী প্রতিষ্ঠান Foley Hoag LLP, USA কে আন্তর্জাতিক কাউন্সেল/পরামর্শদাতা এবং Ms Sophie Nappert কে জেজিটিডিএসএল এর পক্ষে Arbitrator নিয়োগ করা হয়েছে। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের Arbitrator এর মাধ্যমে Presiding Arbitrator হিসেবে Ms, Juliet Blanch কে নিয়োগ প্রদান করায় Arbitral Tribunal গঠিত হয় এবং উক্ত Arbitration মামলাটি বর্তমানে চলমান আছে। মহামান্য অ্যাপীলেট ডিভিশনের রায়ের আলোকে টাকা পরিশোধ না করলে লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ এর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি রাখার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.৬	বিসিএমসিএল ও এমজিএমসিএল এর কয়লা ও পাথর উৎপাদনের অগ্রগতি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল জানান যে, কোভিড পরিস্থিতিতে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি বেশ চ্যালেঞ্জের মুখে কয়লা উৎপাদন করে যাচ্ছে। বিশেষ বিধানের আওতায় ইতোমধ্যে চতুর্থ চুক্তি সম্পন্ন করা হয়, যা গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ হতে কার্যকর হয়েছে।	কয়লা ও পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল

	কয়লা খনিতে ২৯৩ জন চাইনিজ রয়েছে, যার মধ্যে ২৫০ জন শ্রমিক শ্রেণির। অবশিষ্টরা কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞ শ্রেণির। গত অক্টোবর ২০২১ এর মাঝামাঝি হতে কয়লা উৎপাদন পুনরায় শুরু হয়। সম্প্রতি ওমিক্রনের প্রভাবে চাইনিজ ও স্থানীয় শ্রমিকদের মাঝে কোভিড দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে চাইনিজরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সকল চাইনিজ ও স্থানীয় শ্রমিকদের পরপর দুইবার কোভিড টেস্টপূর্বক কোভিড মুক্ত করে তারপর খনিতে প্রবেশ করাবে এবং কয়লা উৎপাদন অব্যাহত রাখবে। চাইনিজরা অদ্য হতে কয়লা উৎপাদন বন্ধ রেখেছে। চাইনিজ ও স্থানীয় শ্রমিকদের কোভিড টেস্ট অব্যাহত রয়েছে। স্থানীয় শ্রমিকরা কোভিড টেস্ট ও কোয়ারেন্টাইন করতে আগ্রহী নন। তাদেরকে দৈনিক খরচ হিসেবে পাঁচশত টাকা করে দেয়ার জন্য চাইনিজ ঠিকাদার আগ্রহ জানিয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, যদি সকল স্থানীয় শ্রমিক বাহিরে চলে যায় তাহলে তাদের পুনরায় কোভিড টেস্ট ও অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট করে কয়লা উৎপাদন শুরু করতে ২/৩ মাসের গ্যাপ তৈরি হতে পারে। এ পরিস্থিতি উত্তরণে চাইনিজ, স্থানীয় প্রতিনিধি ও স্থানীয় শ্রমিকদের সাথে সভা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে পিডিবির নিকট ২ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন কয়লা মজুদ আছে, যার ফলে আপাততঃ সমস্যা হবে না। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কোভিড ম্যানেজমেন্ট করা সম্ভব হলে কয়লা উৎপাদন স্বাভাবিক করা যাবে। সভাপতি কয়লা উৎপাদন স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এমজিএমসিএল জানান যে,		

	মধ্যপাড়া খনিতে দৈনিক প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন পাথর উত্তোলিত হচ্ছে। খনিতে খুব কম সংখ্যকই কোভিড আক্রান্ত হচ্ছে। এ পর্যন্ত কোভিড আক্রান্ত সকলের অবস্থা ভাল রয়েছে। খনির উৎপাদন ও উন্নয়ন কাজ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ১৯-০৯-২০২১ তারিখ হতে কার্যকর করে গত ২৮-০৯-২০২১ তারিখে জার্মানিয়া-ট্রেস্ট কনসোর্টিয়াম (জিটিসি)'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তদানুযায়ী উৎপাদন ও স্টোপ উন্নয়ন কাজ চলমান আছে। খনিতে পাথর উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৈরুত দুর্ঘটনার পর অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানি করা একটু দুরূহ হয়ে পড়ছে। তথাপি ২৫০ মেট্রিক টনের সরাসরি প্রকিউরমেন্ট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে দেয়া হয়েছে, যার চালান আগামী ফেব্রুয়ারি ২০২২ নাগাদ পৌঁছাবে। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানি নিশ্চিত রয়েছে। পরবর্তীতে এটি চলমান রাখতে এবং এর কারণে উৎপাদন যাতে বন্ধ না হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি পাথর উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।		

৩.৭	মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির ডিলার অর্থায়নে ৭টি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৭টির মধ্যে সিলেটে স্থাপিতব্য মডেল ফিলিং স্টেশনটির কার্যক্রম শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং উদ্বোধনের পর্যায়ে রয়েছে। মডেল ফিলিং স্টেশনটি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত থেকে উদ্বোধনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেন, ফিলিং স্টেশনটির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করার মৌখিক অনুমতি দেয়া যায়। পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক ফিলিং স্টেশনটি উদ্বোধন করা যায়। অন্যান্য মডেল ফিলিং স্টেশনগুলোর মধ্যে কোনটি ৮৫%, কোনটি ৬০% ও কোনটির ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, ৭টির মধ্যে বাকী ৬টি মডেল ফিলিং স্টেশনের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করতে হবে, যাতে ফলোআপ রাখতে সুবিধা হয় এবং সে অনুযায়ী প্রতি সমন্বয় সভায় আপডেট জানাতে হবে।	মুজিব বর্ষের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্থাপিতব্য ৬টি মডেল ফিলিং স্টেশন স্থাপন কার্যক্রম কবে নাগাদ শেষ হবে তার সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণপূর্বক কাজের অগ্রগতি পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ বিপিসি ও পদ্মা/মেঘনা/ যমুনা অয়েল কোং
৩.৮	ব্যবস্থাপনা পরিচারক, পিওসিএল জানান যে, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা ২১০৮.২০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যে সর্বশেষ গত ১৮/১১/২০২১ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (খ) বিমানের নিকট বকেয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার পর এ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতির বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ/ইআরএল

	প্রায় ২০.৭৯ কোটি টাকা পূর্বের বকেয়া পাওনা হতে পরিশোধ করেছে। বকেয়া পাওনা আদায়ের বিষয়ে পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ০৮/১২/২০২১ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে একটি পত্র এবং অর্থ বিভাগে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বর্তমানে কোন প্রকার বকেয়া পরিশোধ করছে না। শুধমাত্র তারা চলমান বিলগুলো পরিশোধ করছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) বলেন যে, পিওসিএল এর যখন বিশাল অংকের টাকা বিমানের নিকট বাকী পড়ে গেল তখন বিপিসির নির্দেশনা মোতাবেক পিওসিএল বিমানকে তেল সরবরাহ করা বন্ধ করে দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষিতে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি আবেদন দাখিল করে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত দেয়া হয় যে, বিমানকে ডিসকাউন্ড রেটে তেল সরবরাহ করতে হবে এবং বকেয়া পাওনা এ মুহূর্তে আদায় করা যাবে না। বর্তমানে বিমান যে তেল নিবে তার টাকা পরিশোধ করবে। বকেয়া পাওনা পর্যায়ক্রমে পরিশোধের বিষয়ে অপর একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, সর্বশেষ অগ্রগতিসহ এ সংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ে পিওসিএল'কে কার্যকর ভূমিকা রাখার জন্য সভাপতি নির্দেশনা	(খ) বিপিসির অর্থায়নে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পের অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	

	প্রদান করেন। উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার লতিফপুর মৌজায় অন্তর্ভুক্ত জেএল নং ৬৪ এর বিএস ০১ নং খতিয়ানের বিএস ২ নং দাগের (যা বন বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেএল নং ৬৪ এর বিএস ২ নং খতিয়ানের বিএস ১ নং দাগে) বন বিভাগের নামে রেকর্ডকৃত ২০১.৯০ একর খাস জমি থেকে কমপক্ষে ১০ (দশ) একর জমি বিপিসি'র অনুকূলে বিনামূল্যে/টোকেনমূল্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সারসংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য বিপিসিকে পত্র দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক কাংক্ষিত সেবা না পাওয়ার বিষয়টি কোড করে জানতে চেয়েছে। এটি মূলতঃ শব্দ চয়নে ভুল ছিলো। এটি সংশোধন করে শীঘ্রই জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় এলপিজি সিলিন্ডার ম্যানুফেকচারিং প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে চেয়ারম্যান বিপিসি জানান যে, প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদনের জন্য M/S Development Technical Consultants Pvt Ltd. Dhaka এর সাথে ১০/০১/২০২২ তারিখে এলপি গ্যাস লিমিটেড কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।			

৩.৯	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করা হচ্ছে এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করছেন। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, মাঝখানে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসায় প্রচুর অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ফিজিক্যাল সভা আয়োজন ছাড়া অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়না। তাই বর্তমান পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এ কার্যক্রম আরো বেগবান হবে। সভাপতির জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে উপসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, বর্তমানে ক্রমপুঞ্জিভূত অডিট আপত্তির সংখ্যা ৪২০৩টি। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা বলেন যে, নিয়মিতভাবে ফিজিক্যাল সভা আহ্বান করতে না পারায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কম হয়েছে। তবে এটি উত্তোরণে কার্যক্রম আরো বেগবান করা হবে। সভাপতি করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়ানোর মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে তার তালিকা প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১০	সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি মামলার বিষয়ে পৃথক একটি সভা আহ্বানের নির্দেশনা প্রদান করেন। কোন ক্যাটাগরির মামলা কয়টি এবং হাইকোর্ট, আপীল বিভাগ কয়টি রয়েছে, কোন মামলার শুনানি হয়েছে কিনা বা মামলার রায়ে কে জিতেছে-এ সংক্রান্ত তথ্যের সমন্বয়ে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) জানান যে, মামলাসমূহের অবস্থা জানার	(ক) এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। (খ) মামলাসমূহের অবস্থা জানার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (গ) মামলার বিষয়ে পৃথক একটি সভা আহ্বানের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয়	প্রশাসন অনুবিভাগ/ যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)/ (প্রশাসন) অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/অপা-১ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

	জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি বিষয়টি ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, দেশে জ্বালানি তেলের ভেজাল রোধ ও অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ এবং সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই'র প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিপণন কোম্পানির তথ্যমতে, ডিসেম্বর/২০২১ মাসে ১৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। যন্ত্রের ত্রুটি ও ওজন/পরিমাপে কম দেয়ার অভিযোগে ১৩টি ফিলিং স্টেশনকে জরিমানা করা হয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (অপারেশন) জানান যে, করোনা পরিস্থিতির কারণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এ কার্যক্রম আরো বেগবান হবে। সভাপতি এ কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিষয়টি পূর্বের বিষয়ের সাথে একত্রে উল্লেখ করে আধা-সরকারি পত্র প্রস্তুত করা যেতে পারে মর্মে এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মতামত ব্যক্ত করেন। চেয়ারম্যান, বিপিসি বলেন যে, নির্ধরিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে ভোক্তা পর্যায়ে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে কোন্ আইনে মোবাইল কোর্ট	বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণ, বিইআরসি নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধে এবং অন্যান্য যে সকল বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা প্রয়োজন সে বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং তথ্য ছক পুনর্গঠনপূর্বক বিপিসির তথ্যসমূহও একই রকম ছকে উপস্থাপন করতে হবে।	

	পরিচালনা করবে সেটা কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে আইনে উল্লেখ নেই। শিডিউলভুক্ত আইন ব্যতীত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই কোন আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হবে সে বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে পত্রে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। সভাপতি এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং সম্প্রতি জেলা প্রশাসনে কাজ করা এ বিভাগের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) ও যুগ্মসচিব (প্রশাসন)'কে আধা-সরকারি পত্রের খসড়া তৈরির নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। এসজিএফএল এর ইজিপির সংখ্যা কম হওয়ার প্রেক্ষিতে সভাপতির জিজ্ঞাসার জবাবে ব্যবস্থপনা পরিচালক জানান যে, আন্তর্জাতিক দরপত্রসমূহ এখনো ইজিপিতে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় পরিসংখ্যানে কম দেখাচ্ছে। সভাপতি ছকটি পুনর্গঠন ও বিপিসির তথ্যসমূহ একই রকম ছকে উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.১১	এপিএ বাস্তবায়নে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিগুলো সচেষ্ট রয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) ২০২১-২২ অর্থবছরে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ষান্মাষিক মূল্যায়ন উপস্থাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থার অর্জন কম হয়েছে তাদেরকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি বলেন যে, এপিএ বাস্তবায়নে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। তাই কোন কাজ করা যায়নি বা করা সম্ভব হয়নি এ ধরনের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, গত অর্থবছরের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এপিএ অর্জনে সম্মানহানি হয়েছে। সভাপতি মন্ত্রিপরিষদ সচিব	(ক) ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সকলকে আরো তৎপর হতে হবে। (খ) কোন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা দেখা দিলে অতি দ্রুত তা সিনিয়র সচিবের নজরে আনতে হবে। (গ) কোন উইং ও কোন কর্মকর্তার অবহেলার কারণে কোন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	সকল অনুবিভাগ এপিএ টিম ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	মহোদয়ের আধা-সরকারি পত্রের অংশবিশেষ সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন যে, এ ধরনের পত্র ভবিষ্যতে আর যাতে না আসে সেজন্য সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। দপ্তর/সংস্থা ৯০ এর নিচে নম্বর পেলে অনুত্তীর্ণ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এ বিভাগ বার্ষিক মূল্যায়নে যাতে ১০০ নম্বর অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তাই কোন উইং ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কোন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা দেখা দিলেতা অতি দ্রুত নজরে আনার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। কোন উইং ও কোন কর্মকর্তার অবহেলার কারণে কোন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভাপতি সতর্ক করেন। সভাপতি আরো উল্লেখ করেন যে, এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দায়িত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। তাই এপিএ'তে ভাল করতে না পারলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখানো যাবে না। তাই এপিএ বাস্তবায়নে শতভাগ নম্বর অর্জন করা এ বিভাগের এক নম্বর হবে। কৌশলগত উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৩০ নম্বর প্রাপ্তিতে যথাযথ নজর দেয়ার বিষয়েও সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।		

৩.১২	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' গত ১৭ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদিত খসড়াটি মন্ত্রিসভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধনপূর্বক ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের নিমিত্ত নথি উপস্থাপিত হয়েছে। অদ্যই নথিটি লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি ফলোআপ রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজসম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' এর খসড়াটির পরবর্তী কার্যক্রমের বিষয়ে নিয়মিত ফলোআপ রাখতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/প্রশাসন-২ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা
৩.১৩	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। কোন টিম কর্তৃক কোন অঞ্চলে অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম সম্পন্নের সাথে সাথে তা মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। মিডিয়াতে প্রচারের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বার্থান্বেষী মহলকে একটি বার্তা দেয়া সম্ভব হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টিজিটিডিসিএল বলেন যে, তিতাস গ্যাসের আওতাভুক্ত অঞ্চলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ পাঁচটি অঞ্চলের জন্য ৪৭টি টিম গঠন করা হয়েছে এবং এ ৪৭টি টিম একসাথে কাজ করছে। গত ডিসেম্বর/২০২১ মাসে অবৈধ গ্যাস বিচ্ছিন্নের জন্য ২৮টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। স্পট সংখ্যা ৮১টি,	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি টাস্কফোর্স কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে । (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (গ) তেল সরবরাহে বিপণন কোম্পানির কোন বকেয়া থাকলে তা আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (ঘ) ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি কর্তৃক বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তুলনামূলক চিত্র প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ) কোন অঞ্চলে অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/বিপিসি/ বিপণন কোম্পানি

	অবৈধ লাইন উচ্ছেদ করা হয়েছে ২৪.১ কি.মি. এবং বার্ণার সংখ্যা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ১৬৭৮৩টি। বকেয়া গ্যাস বিলের কারণে ৬৪১৪টি বার্ণার বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। শিল্প অবৈধ সংযোগের কারণে ৪টি ও বকেয়ার কারণে ১২টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। বাণিজ্য অবৈধ সংযোগের কারণে ১৬টি ও বকেয়ার কারণে ২১টি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ক্যাপটিভ সংযোগ বকেয়ার কারণে ১০টি ও সিএনজি সংযোগ বকেয়ার কারণে ২টি বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। গত মাসে ১৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। চলতি মাসেও এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আদ্য ঢাকার কড়াইল বস্তিতে অভিযান চলছে এবং সেখানে চার হাজারের উপরে অবৈধ বার্নার সংযোগ রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর পুনরায় যাতে অবৈধ সংযোগ না নিতে পারে সেজন্য একটি টেকনিক অবলম্বন করা হচ্ছে। গত মাসে বকেয়া আদায়ের পরিমাণ সন্তোষজনকে রয়েছে। কিন্তু বড় গ্রাহক বিশেষ করে পিডিবি, পিজিসিবি হতে যদি বকেয়া পরিশোধ না করা হয় সেক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, এ বিষয়ে শীঘ্রই নির্দেশনা প্রদান করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিজিডিসিএল বলেন যে, বাখরাবাদ গ্যাসের আওতাধীন ৬টি জেলার ফ্রাঞ্চাইজ এরিয়াতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও বকেয়া আদায়ের খবর জেলার পত্রিকাগুলোতে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। গত ১৮ জানুয়ারি/২০২২ পর্যন্ত ৪৪.২৫ কি.মি. অবৈধ লাইন উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং ১৮৮৫টি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় অবৈধ	অপসারণ কার্যক্রম সম্পন্নের সাথে সাথে তা মিডিয়াতে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (চ) অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর উক্ত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। যদি পুনরায় অবৈধ সংযোগ দেয়া হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সেদিনই অবহিত না করেন তাহলে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।	

	সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য জেলা প্রশাসনের সহায়তার জন্য অদ্য জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে কথা হয়েছে। তিনি আগামী ফেব্রুয়ারি হতে নিয়মিত সময় দিবেন মর্মে আশ্বস্ত করেছেন। অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নের তথ্যাদি প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর পেট্রোবাংলা ও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। সভাপতি বলেন যে, টাস্কফোর্স কমিটিতে নিয়মিত অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের তথ্যাদি প্রেরণ করতে হবে। যাতে পরবর্তী সমন্বয় সভায় নির্দিষ্ট তথ্য উপস্থাপন করা যায়। সভাপতি আরো বলেন যে, অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের পর ঐ জায়গার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। যদি সংযোগ পুনরায় দেয়া হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি ঐদিনই অবহিত না করেন তাহলে তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। গ্যাস ও তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে বকেয়া আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৩.১৪	বিবিধ আলোচনা: গ্যাস উত্তোলন ও এ সংক্রান্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, ব্লক SS-04 এ ONGC Videsh Limited কর্তৃক প্রথম অনুসন্ধান কূপ কাঞ্চন-১ খনন কার্যক্রম গত ২৯-০৯-২০২১ তারিখে শুরু হয়েছে। বর্তমানে কূপটির ৩,২০২ মি: পর্যন্ত খনন কার্যক্রম এবং Wireline logging সম্পন্ন হয়েছে। SS-09 ব্লকে ONGC Videsh Limited কর্তৃক একটি অনুসন্ধান কূপ (মৈত্রি-১) খননের জন্য কন্ট্রাক্টর নিয়োগের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল বিড মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন	(ক) অফশোর ও অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কি কি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্যাদি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) দেশের বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) আগামী দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (গ) কোন্ জ্বালানিতে কতগুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

	হয়েছে এবং Price Bid উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে Short listed bidder-এর সঙ্গে Price negotiation এর কাজ চলমান রয়েছে। পিএসসি ব্লক# ১২ এর আওতায় শেভরন কর্তৃক পরিচালিত বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের North Flank Area-তে গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে "বিবিয়ানা ২৭" নামক একটি কূপ খননের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সাফল্যজনকভাবে কূপটি খনন করা সম্ভব হলে বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্রের রিজার্ভ বৃদ্ধি পাবে। অফশোর ও অনশোরে গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য কি কি কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার তথ্যাদি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, দেশের বিভাগ/জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ) প্রস্তুতপূর্বক বিপিসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিপিসি হতে জিপিএস ম্যাপটি সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক একটি কমিটি কাজ করছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি জানান যে, এ বিষয়ে জরিপ অধিদপ্তরের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তারা বিষয়টি সহজেই করতে পারবে মর্মে আশ্বস্ত করেছে। আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে এটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি আগামী ২/৩ মাসের মধ্যে এ কাজটি সম্পন্নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। হাইড্রোকার্বন ইউনিটের	(ঘ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রকাশের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়মিতভাবে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঙ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে তাদেরকে এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে এবং গবেষণার বিষয়বস্তু প্রয়োজনে ওয়ার্কশপ আয়োজনের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে। (চ) কোভিড ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ছ) কর্মকর্তা/কর্মচারীর আচার-আচরণ যাতে জনবান্ধব হয় সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। (জ) মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ করা হচ্ছে কিনা সে সংক্রান্ত অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (ঝ) এ বিভাগ ও প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিতে মাসে কমপক্ষে একটি করে নলেজ শেয়ারিং সেশন আয়োজন করতে হবে। (ঞ) এপিএ অর্জনের প্রমাণক ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে আগামী মার্চ/২০২২ মাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির মাধ্যমে একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।	

	মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, কোন্ জ্বালানিতে কতগুলো গণপরিবহন চলে এ সংক্রান্ত তথ্যাদি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে প্রকাশের নিমিত্ত এ সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়মিতভাবে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রম রয়েছে তাদেরকে এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। গবেষণা খাতে যত বাজেট প্রয়োজন হবে সেটি দেওয়া হবে। কোন্ কোন্ বিষয় নিয়ে গবেষণা করা যাবে সে বিষয়ে পৃথক ওয়ার্কশপ আয়োজন করা যেতে পারে। গবেষণা কার্যক্রমটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে। কোভিড ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতি সমন্বয় সভায় তথ্যাদি উপস্থাপন করতে হবে। কোভিড পরিস্থিতিতে সরকারি নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে কিনা বা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন কিনা বা কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা সে বিষয়গুলো আলোচনায় আসতে হবে। কোভিড আক্রান্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। কর্মকর্তা/কর্মচারীর আচার-আচরণ যাতে জনবান্ধব হয় সেদিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মুজিববর্ষের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ করা হচ্ছে কিনা সে সংক্রান্ত অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। কোন কর্মকর্তা/গ্রুপ বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর তাদেরকে এ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থায়			

	নলেজ শেয়ারিং করতে হবে। মাসে কয়টি নলেজ শেয়ারিং সেশন হয়েছে সেটির তথ্য সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ না থাকলেও এ বিভাগ ও প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে মাসে কমপক্ষে একটি করে নলেজ শেয়ারিং/শিখন সেশন আয়োজন করতে হবে। সভাপতি এপিএ অর্জনের প্রমাণক ও প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন এবং আগামী মার্চ/২০২২ মাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আবেদন পাওয়া যায় এবং সেখানে সিনিয়র সচিবের অনুস্বাক্ষর থাকে। এসব ক্ষেত্রে চিঠি করার পূর্বে অবশ্যই নথিতে অনুমোদন নিতে হবে। অদ্যকার সভায় অনেক ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে এবং এ নির্দেশনার আলোকে কাজ করলে আগামী এক মাসে কাজের মান আরো উন্নত হবে মর্মে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।		

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.০৬.০০১.১৭.৬৩

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪২৮
০২ ফেব্রুয়ারি ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৩) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৪) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৫) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

৬) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৮) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল)

১২) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৩) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা

১৪) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান
উপসচিব